দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 09 JUN 2007 ...
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ... ২

অধিকাংশ স্কুলেই এসবিএ পদ্ধতি বাস্তবায়িত হচ্ছে না, শিক্ষার্থী হয়রানির অভিযোগ

মোশতাক আহমেদ ॥ ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত স্কুলভিত্তিক মূল্যায়ন (এসবিএ) পদ্ধতি দেশের বেশির ভাগ স্কুলেই সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলোতে এই পদ্ধতি খুব কমই কার্যকর হচ্ছে। এমনি অবস্থায় আগামী ২০০৯ সাল থেকে এসএসসি পরীক্ষাতেও এসবিএ পদ্ধতি চালু হচ্ছে। চলতি শিক্ষাবর্ষে যারা নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থী তারাই এসএসসি পরীক্ষায় এসবিএ পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত হবে। ২০০৯ সাল থেকে এসএসসি পরীক্ষায় প্রচলিত নিয়ম পরিবর্তন করে প্রশ্নপত্র নতুন পদ্ধতিতে করা হবে। এসবিএ পদ্ধতিতে প্রতি বিষয়ের মোট এক শ' নম্বরের পরীক্ষায় ত্রিশ নম্বর শিক্ষার্থীর ক্লাসে উপস্থিতি, শ্রেণীকক্ষের পরীক্ষাসহ বিভিন্ন কার্যক্রমের ভিত্তিতে বণ্টন করার কথা। বাকি সত্তর নম্বর চূড়ান্ত পরীক্ষার মাধ্যমে বণ্টিত হবে। মূলত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের পর্যাপ্ত ধারণার অভাবেই এই পদ্ধতি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আবার কোন কোন জায়গায় শিক্ষকদের হাতে এই ত্রিশ নম্বর থাকায় তাঁরা নানাভাবে শিক্ষার্থীদের হয়রানি করছে, বলেও অভিভাবকদের পক্ষ থেকে অভিযোগ উঠেছে। বিশেষ করে শিক্ষকদের কথামতো প্রাইভেট না পড়ায় অনেক জায়গায় নম্বর কম দেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। শুধু তাই নয়, কথামতো না চললে বিষয়ভিত্তিক বাকি সত্তর নম্বরের পরীক্ষাতেও ফেল করিয়ে দেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। বুধবারও রাজধানীর শফিকুল ইসলাম নামে এক অভিভাবক টেলিফোনে জনকণ্ঠের কাছে অভিযোগ করে বলেন, কয়েক দিন আগে শেষ হওয়া প্রথম বার্ষিকী পরীক্ষায় ধানমণ্ডি গভঃ বয়েজ হাইস্কুলের অষ্টম শ্রেণীর গণিত পরীক্ষায় ডে' শিফটের অনেক শিক্ষার্থীকে ফেল করানো হয়েছে। উক্ত বিষয়ের শিক্ষকের কথামতো না চলার কারণে এভাবে ফেল করানো হয়েছে বলে তাঁর অভিযোগ। তিনি তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন, উক্ত শিক্ষক তাঁর মতো করে শিক্ষার্থীদের অঙ্ক করতে বলে, এবং তাঁর কাছে প্রাইভেট পড়ার জন্য শিক্ষার্থীদের ওপর চাপ প্রয়োগ করেন। শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, সঠিক মনিটরিংয়ের পাশাপাশি এ বিষয়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ আরও জোরদার করতে হবে। দেশের সেরা স্কুলগুলোর মধ্যে অন্যতম ঢাকা গভঃ বয়েজ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সৈয়দ হাফিজুল ইসলাম জনকণ্ঠকে জানান, এটা সত্যি যে এখনও অনেক স্কুলেই পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতার অভাবে এই পদ্ধতি বাস্তবায়িত হচ্ছে না। বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকরা তাঁর কাছ থেকে এ সম্পর্কে ধারণা নিচ্ছেন বলে তিনি জানান। তাঁর ভাষায়, তাঁদের স্কুলে ২০০৬ সাল থেকেই এই পদ্ধতি চালু হয়েছে। এই পদ্ধতি অনুযায়ী ৩০ নম্বর শিক্ষার্থীর ক্লাসে উপস্থিতি, শ্রেণীকক্ষের পরীক্ষা, এ্যাসাইনমেন্ট এবং সহশিক্ষার ওপর ভিত্তি করে বণ্টন করা হয়। এই ত্রিশ নম্বরের মধ্যে শ্রেণীকক্ষের পরীক্ষায় ১৫, ক্লাসের উপস্থিতিতে ৫, এ্যাসাইনমেন্টের ওপর ৫ এবং বাকি ৫ নম্বর বণ্টন করা হয় সহশিক্ষা কার্যক্রমের ওপর ভিত্তি করে। এই পদ্ধতিকে ইতিবাচক বলেও তিনি মন্তব্য করেন। তাঁর ভাষায়, প্রত্যন্ত অঞ্চলে পর্যাপ্ত ধারণার অভাবেই মূলত এই পদ্ধতি এখনও কার্যকর হচ্ছে না। মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার মাধ্যমিক শিক্ষা খাত মানোন্নয়ন প্রকল্পের (সেসিপ) আওতায় ২০০৪ সালে ৪৯টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নবম ও দশম শ্রেণীতে বিদ্যালয়ভিত্তিক মান যাচাই পদ্ধতি পরীক্ষামূলক চালু করে। একই বছর এনসিটিবি এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের মাধ্যমে ৬০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ ও অষ্টম শ্রেণীতে বিদ্যালয়ভিত্তিক মান যাচাই পদ্ধতি পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করা হয়। এতে বিষয়টি শিক্ষার মান বৃদ্ধিতে ইতিবাচক হিসেবে বিবেচিত হয়।

এই ভিত্তিতে সরকারের কাছে দু'টি প্রতিবেদন দেয়া হয়। সে আলোকে ২০০৫ সালের ১২ জুলাইয়ের এক স্মারকে ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়ন পদ্ধতি কার্যকর হবে বলে প্রজ্ঞাপন জারি হয়। পরবর্তীতে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর একই বছরের ১৮ জুলাই এ সংক্রান্ত আরও একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে। প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী ১০টি পরিমাপকের ভিত্তিতে একজন শিক্ষার্থীকে প্রতিটি বিষয়ের প্রতি সেমিস্টারে কোর্সওয়ার্কের মাধ্যমে ৩০ নম্বর বণ্টন করার কথা এবং ৭০ নম্বর পরীক্ষার মাধ্যমে বণ্টন করতে হবে। পরে একত্রে চূড়ান্ত ফল নির্ধারণ করা হবে। কিন্তু শিক্ষকদের কাছ থেকেই অভিযোগ এসেছে, পর্যাপ্ত ধারণা এবং সুযোগ সুবিধার অভাবে অনেক স্কুলেই এই পদ্ধতি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না। তাঁরা এজন্য আরও প্রশিক্ষণ হওয়া দরকার বলে দাবি করেন।